কালের কণ্ঠ

17 APR 2017

আবার বাল্যবিয়ে

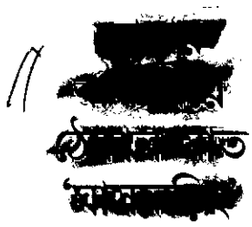

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷

সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে তাঁর পরিবার—অন্য ছাত্রীরা এ খবরটি জানানোর পর সাত 'ঘাসফড়িং' ছুটে গিয়েছিল মেয়েটির বাড়ি। শনিবার গায়েহলুদের দিন ১৩ বছর বয়সী ছাত্রীটির অভিভাবকদের বাল্যবিয়ের কুফল বোঝাতে গিয়ে তাদের পড়তে হয়েছে তোপের মুখে। কনের বাড়ির লোকজন তাদের গালাগাল ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল। কিন্তু এতে দমেনি 'ঘাসফড়িং'-এর দলটি। গতকাল রবিবার বিয়ের দিন ঠিকই পুলিশ নিয়ে হাজির হয়েছে ওই বাড়িতে। ঠেকিয়ে দিয়েছে আরেকটি বাল্যবিয়ে।

সাহসিকতার সঙ্গে যারা এ বাল্যবিয়ে ঠেকিয়ে দিয়েছে তারা ময়মনসিংহের নান্দাইল পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের সাত ছাত্রী। নবম শ্রেণির তুলি

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেবনাথ, সানজিদা ইসলাম ছোঁয়া ও স্নেহা বর্মণ, দশম শ্রেণির জেবুন্নেছা খানম শ্যামা, জান্নাতুল ইসলাম প্রান্তি, রিজুয়ানা তাবাসসুম ও জেরিনা সুলতানা শাশ্মী 'ঘাসফড়িং' নাম দিয়ে গড়ে তুলেছে বাল্যবিয়েবিরোধী

দলটি। এর আগে গত ১১ এপ্রিল তাদের আরেক সহপাঠীর বিয়ে ঠেকিয়ে দিয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছিল এই ছাত্রীরা।

স্থানীয় লোকজন জানায়, নান্দাইলের আচারগাঁও ইউনিয়নের চানপুর গ্রামের আব্দুস সালামের মেয়ে মনোয়ারা বেগম (১৩) উপজেলা সদরের পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তার বিয়ের দিন ধার্য ছিল গতকাল। বর একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক। তাঁর বাড়ি পাশের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায়। বরকে এক লাখ টাকা নগদ দেওয়ার কথা ছিল।

মনোয়ারার বিয়ের খবর পেয়ে গত শনিবার গায়েহলুদের দিনে তার বাড়িতে ছুটে যায় 'ঘাড়ফড়িং'-এর সদস্যরা।

দলের সদস্য তুলি দেবনাথ বলছিল, বাড়িতে গিয়ে বিয়ে বন্ধ করার জন্য বললে তারা কনের পরিবারের তোপের মুখে পড়ে। একপর্যায়ে তাদের গালাগাল ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বাড়ির কয়েকজন। কিন্তু এতে তারা দমে যায়নি বা ক্ষিপ্ত হয়নি। বরং ধৈর্য ধরে কনে ও তার পরিবারকে বারবার বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করে।

ঘাড়ফড়িংয়ের আরেক সদস্য জান্নাতুল ইসলাম প্রান্তি জানায়, তারা কনেকে বোঝাতে সক্ষম হলেও তার বাবা ও মা কোনোভাবেই মানতে চাননি। বরং তাঁরা দুজন মনোয়ারাকে বিয়ে দিতে অনড় থাকেন। মন খারাপ করে ফিরে আসার পর তারা বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানায়। নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হাফিজুর রহমান তাদের আশ্বস্ত করেন যে এ বিয়ে বন্ধ হবেই। এ অবস্থায় ঘটনাটি গতকাল সকালে নান্দাইল থানার ওসি আতাউর রহমানকে জানালে তিনি একজন পুলিশ কর্মকর্তার নেতৃত্বে একদল পুলিশ দেন তাদের সঙ্গে। সকাল ১১টায় তারা ওই বাড়িতে গিয়ে দেখে শামিয়ানা টানানোসহ বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। উচ্চৈঃস্বরে মাইকও বাজছে। বর আসার অপেক্ষা কেবল। পুলিশ সব আয়োজন গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি কনের বাবা আব্দুস সালামকে থানায় নিয়ে আসে।

জানা যায়, মনোয়ারার বাবা মেয়েকে এখনই বিয়ে দেবেন না—এমন মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান।

নান্দাইল থানায় অবস্থানকালে কনের বাবা আব্দুস সালাম জানান, তাঁর মেয়েকে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে প্রায়ই উত্যক্ত করে আসছিল এলাকার চিহ্নিত কিছু বখাটে। তিনি বিচার চেয়েও কোনো প্রতিকার পাচ্ছিলেন না। উপায় না দেখে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তার (মেয়ে) বয়সের মেয়েরাই যখন বিয়ের বিপক্ষে তাই তিনিও আর বিয়ে দেবেন না।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য মো. শহিদুল্লাহ শহিদ বলেন, কনের পরিবার তাঁর কাছে গিয়েছিল মেয়ের জন্মনিবন্ধন সনদ দেওয়ার জন্য। তিনি মেয়েকে না দেখে জন্মনিবন্ধন সনদ দিতে রাজি হননি। পরে গতকাল বিয়ে ভাঙতে প্রশাসনকেও সহযোগিতা করেন। তিনি বলেন, 'এই ছোট ছোট মেয়েদের (সাত ছাত্রী) সাহসিকতা দেখে আমিও সাহস পেয়েছি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে। এখন থেকে আমার এলাকায় আমি আর কোনো বাল্যবিবাহ হতে দেব না।'

নান্দাইল থানার ওসি আতাউর রহমান জানান, 'ঘাসফড়িং'-এর দলটিকে পেয়ে তিনি তাঁর কাজে গতি পেয়েছেন। এলাকার বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য এখন থেকে দলটির সাহায্য চাইবেন তিনি।

নান্দাইল উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হাফিজুর রহমান বলেন, "বাল্যবিবাহ বন্ধে কিছুটা ধীরগতি ছিল। এখন 'ঘাসফড়িং'-এর সদস্যদের তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছে এই গতিকে আরো বেগবান করতে হবে। এতে খুব দ্রুত উপজেলাটিকে বাল্যবিবাহমুক্ত করতে পারব।"

উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল নান্দাইল সদরের দশারিয়া গ্রামের নবম শ্রেণির ছাত্রী নাদিরা আক্তার পান্নার বিয়ে বন্ধ করে দিয়ে আলোচনায় আসে 'ঘাসফড়িং' নামের দলটির সদস্য সাত ছাত্রী। এ নিয়ে কালের কণ্ঠ পর পর দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গত ১৩ এপ্রিল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাত 'ঘাসফড়িং'কে পুরস্কৃত করেন। ময়মনসিংহ-৯ (নান্দাইল) আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আবেদিন খান তুহিন তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি,এল,পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি,এ	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর